দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ কত দূর

বিপ্লব বিশ্বাস

একমাত্র সুশিক্ষায় শিক্ষিত একটি জাতিই মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসসহ সকল অপশক্তির কবল থেকে জাতিকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্রই দীর্ঘদিন ধরে চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে। সর্বস্তরের শিক্ষাকেই ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে। শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নেই বললেই চলে। দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বর্তমানে কোচিং আর প্রাইভেট নির্ভর। অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট পেয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রহসনে পরিণত করে পাসের হারকে প্রায় শতভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থী, অভিভাবক কারো মধ্যেই শিক্ষার প্রতি তেমন আগ্রহ আর নেই। দিন দিন শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বিভ্রান্ত হচ্ছে।

অন্যদিকে দেশের সবচেয়ে সচেতন ছাত্রসমাজ যেখানে লেখাপড়া করে সেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির কোনো সুস্থ ধারা নেই। পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ছাত্রসংসদ নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। এর ফলে সচেতন ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দমতো সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতা নির্বাচন করতে পারছে না। অথচ এই ছাত্রনেতারাই ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতিকে পরিচালিত করে থাকেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিমুক্ত শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতেও এই ছাত্রনেতারা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সেই সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক ছাত্রনেতাদের দেখতে পাই না। কাজেই অবিলম্বে দেশের সকল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছাত্রসংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা না থাকায় গত দুই যুগেরও বেশি সময়ের মধ্যে যাঁরা শিক্ষাজীবন শেষ করে শিক্ষকতা পেশায় এসেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষকতার যোগ্যতা নেই। এক অস্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করায় অনেক শিক্ষকের মধ্যেই দেশপ্রেম, সামাজিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই শিক্ষার্থীদের ভুল শিক্ষা দিয়ে নানাভাবে বিভ্রান্ত করছেন।

সুতরাং দেশের শিক্ষাঙ্গনে জঙ্গিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। যত কঠিন কাজই হোক না কেন অযোগ্য শিক্ষকদের শিক্ষকতার পেশা থেকে বিদায় করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সকল সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কোচিং ও প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। বেসরকারিকরণের নামে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করা হয়েছে। দেশের বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষাদানের পরিবর্তে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেটের ব্যবসা করছে। ফলে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পরিবর্তে বিপুল অর্থের বিনিময়ে সার্টিফিকেট জোগাড় করতেই বেশি ব্যস্ত থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার নামে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাজেই কতিপয় শিক্ষকের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কোনো অযৌক্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখা দেশ ও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

ফরিদপুর